SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

তিলোত্তমা মজুমদারের নির্বাচিত কয়েকটি উপন্যাসের শিল্পরূপ –

তপস্বিনী জোত্দার
Research Scholar, Bengali Department
The Sanskrit College and University

ORCID
https://orcid.org/0009-0002-3843-1503
e-mail- tjotder29@gmail.com

Received Date- 26.1.2025
Selection Date 15.01.2026
Page- 36- 46

Keywords

অলংকার,
সমাজ,
অবদমন,
উপন্যাস,
প্রেতযোনি,
শব্দদ্বৈত,

Abstract-

Tilottama Majumdar's literary work has emerged since the era of globalization. Her literature has particularly captured the post-globalization society. The main theme in her novels is the oppression upon women by patriarchal society in the 21st century. Not only female characters, but also male main characters and their psychological analysis have emerged in her novels. The ups and downs of Mithu in 'Ishwarer Basa' and Sujoy Banerjee in 'Prahane' are described in the novels. Each character in her novels has emerged as a product of time and society. In addition, different regions of India, their public life and lifestyle have emerged in her writings. Since the writer grew up in a tea garden since childhood, tea gardens occupy a large place in her literature. The nature of tea gardens, tea garden workers, and their problems have become the main parts of her writings. Becouse of the diversity of the subject matter, writer Tilottama Majumdar's writing style has become the main focus of interest for the readers. To discuss her writing style, we must first discuss the artistic form of her writings. In this article, we have discussed the types of words used in her novels, the style of language, diversity, use of figures of speech, various uses of figures of speech, sentences with poetic qualities, etc. In this article, the artistic form is shown in some selected novels. Those novels are respectively - 'Ri', 'Pretyooni', 'Ishwarer Basa', 'Jhumra', 'Swarger Sheshprante', 'Nirjan Saraswati', 'Jonakira', etc. An attempt will be made to analyze the novelty of the writing technique in these novels along with the subject matter. Along with the main story of the novels, how the sub-story controls the pace of the novel, the style

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

and narrative technique of the novel have also been analyzed here.

Main Discussion

তিলোত্তমা মজুমদার সাহিত্য জগতে পা রাখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঋ'(১৯৯৬)-এর মাধ্যমে। আস্তে আস্তে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির লেখিকা রূপে তিনি পরিচিত হন। তাঁর জন্ম হয় উত্তরবঙ্গের কালচিনির চা বাগানে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা দেড়শোর বেশি, প্রকাশিত উপন্যাস পঁচিশটি।তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে সমাজের বিবিধ বিষয়। বিশেষ ভাবে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সমাজে নারীদের প্রতি হয়ে চলা হেনস্থা, অপমান তাঁর বহু উপন্যাসে বিষয় হয়ে উঠে এসেছে।তবে তাঁর উপন্যাসের লেখন রীতি পাঠকদের কাছে আকর্ষনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রবন্ধে তিলোত্তমার নির্বাচিত কিছু উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করবো।

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস বারেবারে সেজে উঠেছে নানান সঙ্গীতে।কখনও রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, কখনও লোকসঙ্গীত। উপন্যাসে উঠে আসা চরিত্রদের কণ্ঠে উঠে এসেছে সেই অঞ্চলের গান,সেই জনজাতির গান। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলি হয়ে উঠেছে কাহিনীর পরিপুরক যেনো। 'রেফ' উপন্যাসে দেখি দেবশ্রী নামক চরিত্রটি বস্তিতে থেকেও শিক্ষা সংস্কারে যে আলাদা তার প্রমাণ দেবার জন্যই লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার তার বিয়ের আসরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন -

"তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা।"[১]('রেফ',পৃ-২৮)

'জল ও চুমুর উপাখ্যান ' উপন্যাসে নজরুল সঙ্গীতের উল্লেখ পাই-

"কত তরুণ মুসাফির/পথ হারালো হায় ..."[২](পৃ-৩৯)

'ঈশ্বরের বাসা' উপন্যাসে অসহায় গরীব শ্রেণীর প্রতি সমাজের অবহেলা, উদাসীনতাকে ব্যাখা করতে লেখিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের একটি ছোট্ট অংশ ব্যবহার করেছেন - 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু '।

তিলোত্তমা মজুমদারের আরেকটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'মানুষ শাবকের কথা'-তে দেখি ৩৫ টি অধ্যায়ের মধ্যে বহু অধ্যায় শুরু হয়েছে ছড়া দিয়ে।এই উপন্যাসটির মূল বিশেষত্বই এটা যে কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে লোকছড়া , আদিবাসী গান প্রভৃতি।একটি আদিবাসী গানের কিছুটা অংশ উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়া হলো-

"সাঁস তোকে গালি দেল
সসুর তোকে মারি দেল
কান্দবে ছোরি ডরে ডরে"[৩](পৃ-১৪৩)।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

গানটির কথার অর্থ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সমাজের প্রচলিত অলিখিত রীতিই যেনো মেলে ধরেছে গানটি। মেয়েদের ওপর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারের একটি ছবি পাওয়া যায় এতে।

উত্তরবঙ্গের ভূমিকন্যা লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদারের লেখায় উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রকার চরিত্র। বিবিধ জনজাতি, তাদের বিবিধ লোকছড়া, লোকাচার উঠে এসেছে কাহিনীর বিষয়বস্তু হিসেবে। কলকাতার পথে বড়ো হওয়া অনাথ শিশুও যেমন প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে, তেমনই প্রত্যন্ত বিহার অঞ্চলের পিওন কিম্বা চা বাগানের বাঙালি বাবুও তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রূপে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত লোকছড়া, সন্তান প্রসবের কালে গর্ভবতী নারীদের মেনে চলা আদব কায়দা নিয়ে লোক মুখে প্রচলিত ছড়া, গান প্রভৃতি।লেখিকা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরতে প্রাচীন সংস্কার আচ্ছন্ন সমাজে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন চরিত্রদের সংলাপে। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে দেখি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা সমাজে মেয়েদের অবদমনের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখিকা ঋষি দুর্বাসা আর কন্দলির পুরান কাহিনীকে তুলে আনেন। পথে ঘাটে বাঁদর খেলা দেখায় যারা, তাদের ব্যবহৃত লোকছড়াতে সমাজের নারীজাতির ওপর হীন মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। লেখিকা উপন্যাসে এই লোকছড়াটি ব্যবহার করেছেন-

"দাঁড়িয়ে যান গো বাবা এই দাঁড়িয়ে যান গো মা। গেল গেল গেল গেল ডানা ছাড়লাম, পাখনা হল,
লাগল মেয়ের-মরদের পিঠে।. ..."[৪] (পৃ-১২)।

'স্বর্গের শেষপ্রান্তে' উপন্যাসে ভূত তাড়াবার মন্ত্র হিসেবে দুরকম ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্র হালকা চালের। এই ছড়াটি আমাদের পূর্ব পরিচিত-

"ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি
রামলক্ষ্মণ সাথে আছে
করবি আমার কী"[৫]('স্বর্গের শেষপ্রান্তে ' পৃ-২৬৯)

আরেকটি ছড়া একটু গম্ভীর ধাঁচের।কালুয়ার কথা অনুযায়ী বেশি ভূত তাড়াতে নীচে উল্লেখিত মন্ত্র বা ছড়া আওড়ানো উচিত-

"ছনছন্ করুয়া ছনছন্ দাড়ি
বাম হাতমে সোনে কাটারি
ডাইনা হাতমে খাণ্ডা করি
বার ভাঁটি হাঁড়িয়া খায়... . "[৬]('স্বর্গের শেষপ্রান্তে ',পৃ-২৬৯)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদেরকে সন্তান জন্ম দেওয়ার উপকরণ মাত্র হিসেবে দেখে।সেই কারণে প্রাচীন কাল থেকে বাজা পশুর সাথে আইবুড়ো কন্যাকে সমতুল্য করে প্রবাদ প্রচলিত আছে-

"গোয়ালভরা বাঁজা গাই/আইবুড়ি ঘরে/ধন খায় মান খায়/ অন্ন ধ্বংস করে। "('ঝুমরা')।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

'প্রেতযোনি' উপন্যাসে বাড়ির সহায়িকা গবার মাকে দেখা যায় বাড়ির বৌ নীপাকে উদ্দেশ্য করে একটি প্রবাদ বা ছড়া বলতে। ছড়াটিতে নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষজন ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্বন্ধে কি চিন্তা ভাবনা পোষণ করে তা প্রকাশ পেয়েছে।এই ছড়াতে নিম্নবিত্ত মানুষদের ব্যবহৃত অমার্জিত,অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে-

"বড়লোকের বিটি তার লম্বা লম্বা ফাল, মাথার চুলে হয় না খোঁপা, গুচ্ছ বাঁধে বাল"[৭]।(পৃ-৭৮)

'শামুকখোল' উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ -

"যতক্ষণ গতর,ততক্ষণ কতর"[৮](পৃ-৫২)

'জল ও চুমুর উপাখ্যান' উপন্যাসে উল্লেখিত প্রবাদ 'ঝাঁকের মাগুড়'।

'ঋ' উপন্যাসে বিনতার মধ্য দিয়ে লেখিকা সমাজের মেয়েদের অবস্থাকে কটাক্ষ করেছেন।সংসারের কল্যানের খাতিরে মেয়েদেরকেই নানান পুজো ,ব্রত পালন করতে হয়।এক্ষেত্রে পুজো পার্বনে ব্যবহৃত ছড়ার উল্লেখ লেখিকা উপন্যাসে করেছেন।

মঙ্গলচন্ডী পুজোয় ব্যবহৃত ছড়া -

"সাতবার মাইয়া নাটাই করে।
তার পোলা কি জলে পড়ে।।"[৯]

মাঘমন্ডল ব্রতে ব্যবহৃত ছড়া-

"উঠো উঠো সূর্যি ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমারে পূজিব আমি বনফুল দিয়া"[১০](পৃ-২৫)।

লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার যে ভীষণ প্রকৃতি প্রেমী তা তাঁর উপন্যাসের নামকরণ দেখলেই বোঝা যাবে- 'জল ও চুমুর উপাখ্যান', 'জোনাকিরা', 'ধনেশ পাখির ঠোঁট', 'শামুকখোল', 'ব্যাঙ ও রাজকুমার' প্রভৃতি।লেখিকা তাঁর উপন্যাস নির্মাণে নতুনত্ব শিল্পরূপ প্রয়োগ করেছেন।প্রায় বেশ কিছু উপন্যাসে দেখা গেছে চরিত্র,প্রধান ঘটনার উল্লেখ করে অধ্যায়ের শিরোনাম নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে 'অসুখী শৈশব' শিরোনামের অধ্যায়টির কথা বলা যেতে পারে। এখানে নামের ভেতরেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হয়েছে। 'ঝুমরাতে'ও এইরকম অধ্যায়ের নামকরণ লক্ষ্য করা যায়।লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার 'একতারা' উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শিরোনাম সৃষ্টিতে মাঝেমধ্যে কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।প্রায়ই দেখা গেছে পূর্ব পরিচ্ছেদ যে শব্দবন্ধে কিম্বা যে বিষয়ের উল্লেখে শেষ হয়েছে পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেটাই শিরোনাম হয়ে দেখা দিয়েছে।এই নতুনত্ব উপন্যাসকে অনেক আকর্ষণীয় করেছে।আবার 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত।প্রথম অংশ পূর্বশ্রুতি,দ্বিতীয় অংশটি পরশ্রুতি। দ্বিতীয় অংশটি ডায়েরির আকারে লিখেছেন লেখিকা।

লেখিকা কোনো উপন্যাসেই অযথা উপ কাহিনী ব্যবহার করে উপন্যাসকে আকারে বড় করে তোলেননি।প্রধান বক্তব্যকেই বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। বেশিরভাগ উপন্যাসেই লেখিকা দেশ-কাল

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সমাজকে ছাড়িয়ে পাঠককে নিয়ে গেছেন নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশে। তাঁর বহু উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল, চা বাগান, আদিবাসীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। একঘেয়েমি কাটিয়ে তা কখনো কখনো পাঠককে অজানা দেশে নিয়ে চলে। তবে তাঁর কথাসাহিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জায়গা হলো উত্তরবঙ্গের জনজাতির জীবনযাত্রার বর্ণনাতে। তিনি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করেননি। সেখানকার মানুষদের মুখের ভাষা, খাদ্য রুচি, পোশাক পরিধানের সাথে বর্ণনা করেছেন তাদের লোকাচার, সংস্কার, কুসংস্কার। শুধু উত্তরবঙ্গের আদিবাসী নয় তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মূর্শিদাবাদ, বাংলাদেশ, সুন্দরবন বরানগর, কলকাতার পথে বেড়ে ওঠা শিশু,চোর,পকেটমার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত -উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার কেন্দ্রিক জনবহুল সমাজ ব্যবস্থা। এইসব চরিত্রদের সংলাপে উঠে আসা আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষার টান কাহিনীকে আরও বাস্তববাদী করে তুলেছে। তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ভীষণ জীবন্ত। প্রতিটি চরিত্রের মানানসই ভাষা ব্যবহার,শব্দ প্রয়োগ চরিত্র গুলোকে পাঠকের অনেক কাছের করে তুলেছে। তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মুখে তাদের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে মাছ বিক্রেতা চরিত্রটির ভাষা ব্যবহার দেখে নেবো-

মাছ বিক্রেতার সংলাপ-

"আপুনি হন্যে দিয়ে খুঁজলেও এমুনটি আর পাবেননি।"[১১](পৃ-১৪)।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কথ্য চলিত ভাষার সাথে এই মাছ বিক্রেতার ভাষার কিছু তফাৎ আছে।

যেমন- আপনি>আপুনি, এমনটি>এমুনটি, পাবেননা>পাবেননি। সম্বোধন পদে, ক্রিয়া পদে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

'ঝুমরা' উপন্যাসেও ভাষার তারতম্য লক্ষনীয়- ঝুমরার কাজের সহায়িকা গোপালী মাসির মুখের ভাষা -

"নিজের মেয়ের পেট করে দিয়েছিল মিন্সেটা। আমার সোয়ামি যদি এমন হত, জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ দিয়ে আগে ধন গালতাম, তারপর আর সব।"[১২]

ঝাড়ুদারনি নমিতার বাক্যে শব্দ ব্যবহারে শালীনতা থাকলেও বাক্যার্থ অনেক সময় অশালীন। রাস্তার দোকানদার কমলের সাথে তার কথোপকথন কিছুটা তুলে ধরলাম-

"বাসন্তীদেবীর মেয়েরা তো আপনার রোল চেটে খায়"[১৩]।

রাস্তার কলে জল নিতে আসা নিম্নবিত্ত মেয়ে বৌদের কথোপকথন তুলে এনেছেন লেখিকা মুন্নার মায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে-

"ঢলানি মাগি!যমের অরুচি!তোর মরণ হয় না! হাটে হাঁড়ি ভাঙব।"[১৪]

মুন্নার মায়ের বাক্যে নানা বিধ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- 'রগা ঢিলে লুল্লু মাগি', লপচপানি, লদগালদগি প্রভৃতি। নমিতার মায়ের শ্বশুর বাড়ি মরিচঝাঁপির কাছে।সেই অঞ্চলের ভাষা নমিতার মা, তার শাশুড়ি,দাইমার মুখে পাই। নমিতার ঠাকমার সংলাপ-

"যা বউ, জল থে' মীন ধর যেয়ে। কামটের ভয়ে মরি। মুয়ে রা নেই। "[১৫]

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

নমিতার মায়ের সংলাপ-"সে দেকি মুক টেনে রাকে। চোখে চোক ডালে নাসন্দ হল। বলি, মরা মেয়েকে দর্শাও। "[১৬]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ধ্বনি বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে- মুখে>মুয়ে, নাতি>লাতি, দেখি>দেকি, মুখ>মুক, রেখেছি>রেখিচি।মুন্নার মায়ের মুখে লম্বর(ন>ল) শব্দটিও ধ্বনি বিবর্তনের অন্য রূপ। লেখিকা চরিত্রের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রকে আরও বাস্তববাদী করে তুলেছে। 'রেফ' উপন্যাসে শহরের অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের কাহিনী এখানে যেমন উঠে এসেছে, সেরকমই তাদের চরিত্রকে বাস্তব রূপ প্রদান করবার জন্য লেখিকা তাদের মুখে তাদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছে। সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলো-

ঢিস, ধুম্বো,আগলু টাগলু, 'বাপের সজনে ডাঁটা', ভ্যাটকু, 'মাইচ্চো কাঁহিকা, ন্যাকাচুম্পি, ছিনাকি, লোক্কা, চিম্বুটিম্বু, রেগ্গি, চান্ডিরা, ছলকায়,হেঁদালপেঁদাল, চিড়িকঝিপ, ঢেপলি, ছুকনামি, পিনিয়াল , চামচটকা, কোকাইচন্দর।

এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখে ভাষার ব্যবহার-

রায়গঞ্জ থেকে আসা পেশেন্ট পার্টির মুখের ভাষায় কলকাতা কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বহুল প্রচলিত চলিত ভাষা থেকে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় -

"বেলাড ব্যাঙ্ক বলছে ইস্টক নেই"।[১৭] (পৃ-২১) এখানে শব্দে স্বরাগমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতা অঞ্চলের বাসিন্দা খোকনের মুখের ভাষা-

"আমার হপ্তার কামাই"[১৮](পৃ- ১৮)।

মান্য চলিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ খোকনের মুখে পরিবর্তন হয়েছে- সপ্তাহ>হপ্তা।

পূর্ণিমা নামে পেশেন্ট পার্টির মুখের ভাষাও এখানে লক্ষনীয়-

"কী ডিন্নি না ডান্নি খারাপ হয়ে গেছে বলল তো ছোকরা ডাক্তারটা। নাকি পেস্যাব হয় ওতে। লতুন লাগবে।"[১৯] (পৃ-৪৪)

এই সংলাপে তথাকথিত অনুন্নত, 'অশিক্ষিত' মানুষদের মুখের ভাষা লক্ষ্য করা যায়। মান্য চলিত থেকে পূর্ণিমার ব্যবহৃত শব্দ কিছুটা আলাদা -

পেচ্ছাপ> পেস্যাব,নতুন>লতুন।

খোকনার মুখের ভাষাতে কলকাতার বস্তি অঞ্চলে অতি নিম্নবিত্ত, স্কুল পালানো ছেলেদের মুখের ভাষা লক্ষ্য করা যায়। এদের কথায় অযাচিত ভাবে অশ্লীল শব্দ, গালাগালি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ব্যবহৃত হয়।

"মাইরি বে, তোরা বুঝবি না, মেয়েটা মাইরি বোমকাই। আমাদের কলাবাগানে ওর'ম একটা মেয়েও নেই। নামটা কী সুন্দর! চোনদ্রিমা। মানেই জানি না শালা।"[২০](পৃ-১০৩)।

'প্রেতযোনি' উপন্যাসেও চরিত্রদের মুখে ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রকমের ভাষার ব্যবহার চরিত্রের সামাজিক অবস্থানকে ফুটিয়ে তুলেছে। আবার এখানে দেখা গেছে একই শহরে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বসবাসকারী দুই শিক্ষিত পরিবারের মুখের ভাষা দুই ধরনের। শব্দ ব্যবহারের বিভিন্নতা চরিত্রের বিভেদকে স্পষ্ট করে। রিকশা চালকের মুখের ভাষা পাই এখানে-

" 'বাহাদুর শা রাস্তায় আইসা পড়সি। অহন কুন দিগরে জাবা? বাসা চিনো?' "[২১](পৃ-১৩০)।

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় মান্য চলিত ভাষা থেকে এই ভাষার বিপুল তফাৎ। বঙ্গালি উপভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।রাস্তাতে>রাস্তায় এসে>আইসা, পড়েছি>পড়সি, এখন> অহন, কোন>কুন, দিকে>দিগরে, যাবে>যাবা, চেনো>চিনো। এই চরিত্রের সংলাপে অপিনিহিতির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। আবার সমাজ সেবী রঞ্জনের শব্দ ব্যবহারের রীতি মান্য চলিত ভাষায় হলেও তার সংলাপে ক্রিয়াপদের ব্যবহার অন্য মান্য চলিতে বলা চরিত্রের থেকে আলাদা-

"কাকা,আপনি আইয়ুবসাহেবকে ফোন করেন। তাঁকে সব বলেন। "[২২]।(পৃ-১৪৫)

কথ্য চলিত ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়- করুন>করেন, বলুন>বলেন।

মনোজ সাগরথালির হোটেলে গিয়ে প্রথমেই হোটেলের কর্মীকে তুই করে সম্বোধন করেন। এছাড়াও নিজের ড্রাইভারকে শুয়োর সম্বোধন করার মধ্যে আর্থিক ভাবে মনোজের থেকে পিছিয়ে যাওয়া লোকজনদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি লেখিকা তুলে ধরতে চেয়েছেন-

"' আরে ধুর, এই শুয়োরটা আমার হুকুমের চাকর। ওর থাকা আর না থাকা।আমি তোমাকে এখানে ফেলে সঙ্গম করলেও ও তাকাবে না' "[২৩]।

এছাড়াও কুত্তার বাচ্চা, শুয়োর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ, নিজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ' ধুর শালি', 'পেচ্ছাপ করবে' শব্দ ব্যবহার অমার্জিত ও অপরিশীলিত মানুষ রূপে মনোজকে ফুটিয়ে তুলেছে। রাস্তার পাশে দোকানদার, ব্যবসাদারদের মুখের ভাষা হওয়া উচিত অতিব সাধারণ, সর্বজন বুঝতে সক্ষম, হালকা মানের -

"জেনানা লেডিজের জন্য পরিষ্কার পেচ্ছাপখানা পায়খানা। নিশ্চিন্তে আসুন।চা পুরি ভাজি পাউরুটি হাতরুটি ভাত মাছ মাংস। "[২৪](পৃ- ৬৩)

মনোজ ঢালির বাড়ির কাজের লোক গবার মায়ের ভাষা চলিত বাংলা হলেও শব্দ ব্যবহার অতি নিম্নমানের এবং বধূ নির্যাতনের ইঙ্গিতবহ। এই প্রসঙ্গে তার নীপার উদ্দেশ্যে বলা কিছু সংলাপ উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়া যায় -

"এখনও চৌধুরী? ঢালি বলবে। নইলে মুখে ঠোনা মারবেন মা। "[২৫]

আরেকটি সংলাপ -" ' হওয়ার তারিখ ছিল, নাকি বর কুমারী ফাটিয়েছে? ' "[২৬]।

শেষ উদাহরণ হিসেবে আরও একটি উদাহরণ-" 'মা মা মা মা মা !আমি কোথা যাব গো! স্বামীর নাম নিচ্ছ শুনলে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে তোমার।"[২৭](পৃ-৭১)

এছাড়াও ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে গবার মা বলেছে-

"কী মনে হয়? কাল ফর্সা হয়ে যাবে?' "[২৮](পৃ-৭৮) ।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

গবার মায়ের মুখের ভাষা তার চরিত্রকে বাস্তববাদী করে তোলার সাথে সাথে সেই সময়ের সমাজের নিম্নতলার মানুষের মেয়েদের বিবিধ রকমের শারীরিক ঘটনাতে কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করতো তার একটা ছবি পাওয়া যায়। নীপার শাশুড়ির ভাষা ব্যবহার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।নীপার উদ্দেশ্যে বলা কথা -

"বেশি ওনাপেনা করলে ওই লঙ্কা ওর মাগ্যে না ঘষেছি তো আমার নাম চাতকী ঢালি না। ' "[২৯] (পৃ-৮৫)

মেয়েদের অন্দরমহলের পারিবারিক কলহে ব্যবহৃত শব্দ ভদ্র সমাজে ব্যবহৃত শব্দ থেকে আলাদা এবং নিম্ন মানের হয়ে থাকে। তার-ই পরিচয় পাই এই সংলাপে। এছাড়া গোলাপ বৌ-এর মুখে 'রসের নাগর', 'শাউড়িমাগি' প্রভৃতি নিম্নমানের শব্দ ব্যবহার লক্ষনীয়। ফুলির মার মুখের ভাষাও উল্লেখনীয়-

" ' ফুলিটার ঘটিকে এই অ্যাত্ত বড় বড় কাঁকবেড়ালি বেরিয়েছে কর্তমা। হেকিম সাহেবের থেকে ইউনানি দাওয়া এনেছিল ফুলির বাবা, কাজ দিল না।"[৩০]

কথাটি মান্য চলিত ভাষাতে বলা হলেও কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার হয়েছে যা সাহিত্যে প্রায় অব্যবহৃত। একই শহরে থেকে নীপা যে শব্দ মন্ডলী আগে শোনেনি কখনও সেই শব্দ এই পরিবারে বহুল ব্যবহৃত। কিছু কিছু নিজস্ব গোষ্ঠী তে সীমিত শব্দের কিম্বা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে এখানে।

এছাড়াও মনোজ ঢালির পরিবারের বাসিন্দাদের মধ্যে বাংলা এবং বিদেশী শব্দ মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায় যেমন- ডমর (বিবাদ) , অরোয়া(আতপ চাল) ,অনাঢ্য(গরীব),কাঁকবেড়ালি(ফোঁড়া) , মুফলিশ(কাঙাল ভিখিরি) , আকুন্ডকুন্ড(ঝামেলা), নখরা (ছলাকলাপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি) প্রভৃতি। এছাড়া সভ্য সমাজে অপ্রচলিত ভাষা 'মাগি', 'মেয়েছেলে' প্রভৃতি শব্দ মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলবার চল দেখতে পাই ঢালি পরিবারে। পুরো উপন্যাসটিতে নীপার পরিবার, ঢালি পরিবার রঞ্জন প্রমুখ বাংলা ও বিদেশি শব্দ মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগ করেছে ।'নসল্লা', 'নাস্তা', 'তৈয়ার', 'চিকন', 'জেনানা','প্যাখনা' প্রভৃতি বিদেশি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাহিত্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে অলংকার। তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা, পরিস্থিতি ব্যক্ত করতে সাহায্য নেয় অলংকারের। একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় লেখিকা কাহিনীর কোনো অংশকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে,কিম্বা তুলনা করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে উপমান রেখে অলংকার প্রয়োগ করেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো -

১-"দেশ সম্পর্কিত ধারণার টান শিমুলের শিকড়ের মতো লম্বা"[৩১]('জোনাকিরা',উপমা অলংকার পৃ-১২৫)

২-"প্রচণ্ড হাওয়া তিনদিকের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অন্ধ হাতির মতো উন্মত্ত হয়ে যায়। "[৩২]('জোনাকিরা', উপমা অলংকার,পৃ-১৪৫)

৩- "মাঝবরাবর কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু"[৩৩]('শামুকখোল' ,লুপ্তোপমা ,পৃ-১২৮)

৪-" এ বাড়ির কেচ্ছা হল দলাপাকানো কৃমীর মতো"[৩৪]('প্রেতযোনি',উপমা অলংকার পৃ- ৯১)।

৫-"দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ, যেন কাকতাড়ুয়াটা! "[৩৫]('প্রেতযোনি, উৎপ্রেক্ষা,পৃ- ১৮৩)।

৬-"যেন অন্যায্য প্রথায় ওত পেতেছে নষ্ট বেড়াল"[৩৬]('ঋ', উৎপ্রেক্ষা,পৃ-২৭)

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

৭-"যেন হরিণের চোখ চেয়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে চোখে।"[৩৭] ('স্বর্গের শেষপ্রান্তে', উৎপ্রেক্ষা,পৃ-২৪৪)

শব্দদ্বৈত বাক্যকে সুন্দর, শ্রুতিমধুর করে তোলে।লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর উপন্যাসে শব্দদ্বৈত প্রয়োগ করে বাক্যে বৈচিত্র্য প্রদান করেছেন।তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দদ্বৈত যুক্ত বাক্য এখানে তুলে ধরা হলো -

১-"তারা জন্ম নেয় পালে পালে"[৩৮] (অনেক বোঝাতে, 'ঋ' উপন্যাস,পৃ-১২)

২-"বাড়িতে গিয়ে কী হবে তাই ভাবছি আর এ ঘ্যানর ঘ্যানর করছে"[৩৯]('প্রেতযোনি' উপন্যাস পৃ-৬২) (বিরক্তি বোঝাতে)।

৩-"মোষগুলিকে সার সার দাঁড় করিয়ে শিংয়ে তেল ঘষে"[৪০]। ('মানুষ শাবকের কথা' উপন্যাস,পৃ-৭) (একসাথে লাইন দিয়ে বোঝানো অর্থে)

৪-"লোকে আমাকে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করে।"[৪১] (অনেক বার অর্থ বোঝাতে 'জল ও চুমুর উপাখ্যান',পৃ-৩৪)

লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে বহু জায়গায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিবিধ প্রয়োগ উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষায় বৈচিত্র্য দান করেছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে তুলে ধরা হলো -চিকচিক,গিশগিশ, ঠিকঠিক,তিরতির, ঝিরঝির, তরতর,ফাটাফাটা, টনটন, ফটফট, চকচক প্রভৃতি।

লেখিকার সুন্দর বাক্য সৃষ্টি করার প্রয়াস তাঁর লেখনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কয়েকটি বাক্য উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়া হলো-

১-"ওলু দুলছিল যতিচিহ্নহীন"[৪২]('চাঁদের গায়ে চাঁদ ' উপন্যাস,পৃ-১৭)

২-"তার অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধতা"[৪৩]('ঋ',উপন্যাস,পৃ-৩০)

পরিশেষে বলা যায়, তিলোত্তমা মজুমদারের প্রতিটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক একটি আর্ট। বিশেষ করে তাঁর লেখন শিল্প উপন্যাসগুলোকে উচ্চ মার্গে স্থান প্রদান করেছে।এই প্রবন্ধে তাঁর উপন্যাসগুলোর শিল্পরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসগুলি তাঁর লেখনীর গুনে ভবিষ্যতেও বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হবে।

References-

তথ্যসূত্র-

১- মজুমদার, তিলোত্তমা। রেফ। আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা ৭০০০০৯। পৃ-২৮

২-মজুমদার, তিলোত্তমা। জল ও চুমুর উপাখ্যান। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯। ১ম প্রকাশ, ২০১৭। পৃ-৩৯

৩-মজুমদার, তিলোত্তমা। মানুষ শাবকের কথা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ১ম প্রকাশ, ২০০১। পৃ-১৪৩

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

৪-মজুমদার, তিলোত্তমা।চাঁদের গায়ে চাঁদ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ,২০০৩। পৃ-১২
৫-মজুমদার, তিলোত্তমা। স্বর্গের শেষপ্রান্তে। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম সং, নভেম্বর ২০১৫। পৃ-২৬৯
৬-তদেব
৭-মজুমদার, তিলোত্তমা। প্রেতযোনি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ, ২০১৬। পৃ-৭৮
৮-মজুমদার, তিলোত্তমা।শামুকখোল। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ,২০০৫। পৃ-৫২
৯-মজুমদার, তিলোত্তমা।ঋ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ১ম প্রকাশ,১৯৯৬। পৃ-২৫
১০- তদেব
১১-মজুমদার, তিলোত্তমা।চাঁদের গায়ে চাঁদ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ,২০০৩। পৃ-১৪
১২-মজুমদার, তিলোত্তমা।ঝুমরা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ২০১৮
১৩-মজুমদার, তিলোত্তমা।ঝুমরা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ২০১৮
১৪- তদেব
১৫-তদেব
১৬-তদেব
১৭-মজুমদার, তিলোত্তমা। রেফ। আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা ৭০০০০৯। পৃ-২১
১৮-তদেব,পৃ-১৮
১৯-তদেব,পৃ-৪৪
২০-তদেব,পৃ-১০৩
২১-মজুমদার, তিলোত্তমা। প্রেতযোনি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ, ২০১৬। পৃ-১৩০
২২-তদেব,পৃ- ১৪৫
২৩-তদেব
২৪-তদেব,পৃ-৬৩
২৫-তদেব
২৬-তদেব
২৭-তদেব,পৃ- ৭১
২৮-তদেব,পৃ-৭৮
২৯-তদেব,পৃ-৮৫
৩০-তদেব
৩১-মজুমদার, তিলোত্তমা।জোনাকিরা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।১ম সং, ডিসেম্বর ২০০৮। পৃ-১২৫
৩২-তদেব,পৃ-১৪৫

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

৩৩-মজুমদার, তিলোত্তমা। শামুকখোল। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ,২০০৫। পৃ-১২৮
৩৪-মজুমদার, তিলোত্তমা। প্রেতযোনি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ, ২০১৬। পৃ-৯১
৩৫-তদেব,পৃ-১৮৩
৩৬-মজুমদার, তিলোত্তমা।ঋ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ১ম প্রকাশ,১৯৯৬। পৃ-২৭
৩৭-মজুমদার, তিলোত্তমা। স্বর্গের শেষপ্রান্তে। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯।১ম সং, নভেম্বর ২০১৫।পৃ-২৪৪
৩৮-মজুমদার, তিলোত্তমা।ঋ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।১ম প্রকাশ,১৯৯৬। পৃ-১২
৩৯-মজুমদার, তিলোত্তমা। প্রেতযোনি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯।১ম প্রকাশ, ২০১৬। পৃ-৬২
৪০-মজুমদার, তিলোত্তমা। মানুষ শাবকের কথা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।১ম প্রকাশ, ২০০১। পৃ-৭
৪১-মজুমদার, তিলোত্তমা। জল ও চুমুর উপাখ্যান। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯। ১ম প্রকাশ, ২০১৭।পৃ-৩৪
৪২-
মজুমদার, তিলোত্তমা। চাঁদের গায়ে চাঁদ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯। ১ম প্রকাশ,২০০৩। পৃ-১৭
৪৩-মজুমদার, তিলোত্তমা। ঋ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯। ১ম প্রকাশ,১৯৯৬। পৃ-৩০